Contents

ধর্মে বাড়াবাড়ি

دین میں غلو

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

www.ahlehadeethbd.org

প্রকাশকের নিবেদন

প্রখ্যাত উর্দূ সাহিত্যিক ও মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রফেসর মাওলানা আব্দুল গাফফার হাসান রচিত 'দ্বীন মেঁ গুলু'- পুস্তিকাটি বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি রচনা। বিগত শতাব্দীতে মুসলিম সমাজে চলমান জনপ্রিয় আধ্যাত্মবাদী ছূফী ইসলামের বিপরীতে ছহীহ আক্বীদা সম্পন্ন ইসলামী আন্দোলন জোরদার হবার পর থেকে জনমানুষের মধ্যে প্রকৃত ইসলাম সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতনতা বেড়েছে। ফলশ্রুতিতে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইসলামের মৌলিক আক্বীদা ও আমলের প্রতিষ্ঠাদানের তাকীদ উচ্চকিত হচ্ছে ধীরে ধীরে। কিন্তু ভিন্ন দিকে কিছু কিছু মানুষের মধ্যে দ্বীনী বিষয়াবলী নিয়ে এমনকিছু চিন্তাধারাও তৈরী হয়েছে বা হচ্ছে যা অনেকটা বাড়াবাড়ির পর্যায়ে পড়ে যায়। যাকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবনবিধান হিসাবে ইসলাম কখনও প্রশ্রয় দেয় না। কেননা আখেরে তা মানুষকে ইসলামের সঠিক উদ্দেশ্যের বিপরীত দিকে নিয়ে যেতে পারে। এজন্য দ্বীন পালন করতে গিয়ে ব্যক্তির ধর্মীয় ও সামাজিক আচরণে যেন কোন প্রকার অস্বাভাবিকতা বা বাড়াবাড়ি সৃষ্টি না হয়, সে বিষয়টিই লেখক অত্র গ্রন্থে খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। উর্দূতে প্রকাশিত এ গ্রন্থটি সাবলীল বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে বাংলাভাষী পাঠকদের অশেষ উপকার সাধন করেছেন মাসিক 'আত-তাহরীক'-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। এজন্য তিনি বিশেষ প্রশংসার দাবীদার। এছাড়া তিনি পাঠকের সুবিধার্থে কুরআনের আয়াত ও হাদীছের তথ্যসূত্র উল্লেখসহ প্রয়োজনীয় টীকা সংযোজন করেছেন। আল্লাহ তাঁকে জাযায়ে খায়ের দান করুন।

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' থেকে পুস্তিকাটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। বিজ্ঞ পাঠক সমাজের নিকট এটি গ্রহণীয় ও সমাদৃত হবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। বইটি প্রকাশে যারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ। আল্লাহ তাদেরকে উত্তম পারিতোষিকে ভূষিত করুন-আমীন!

-প্রকাশক

অনুবাদকের কথা

ইসলাম একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবনাদর্শ। এখানে বাড়াবাড়ি বা সীমালংঘনের কোন স্থান নেই। আল্লাহ বলেন, لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ 'দ্বীনের মধ্যে কোন বাড়াবাড়ি নেই' *(বাক্বারাহ ২/২৫৬)*। তাই মানব জীবনে বাড়াবাড়ি ইসলামে পসন্দনীয় নয়। সেটা ইবাদতের ক্ষেত্রে হোক, আক্বীদার ক্ষেত্রে হোক কিংবা মানুষের দৈনন্দিন জীবনের যে কোন ক্ষেত্রে হোক না কেন, বাড়বাড়ি কোন অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু মানুষ অধিক তাক্বওয়া-পরহেযগারিতা অর্জনের লক্ষ্যে কিংবা ইবাদতের ক্ষেত্রে সাধ্যাতীত প্রচেষ্টা চালাতে চায়। এটা ইসলামে আদৌ কাম্য নয়। মহান আল্লাহ বলেন, فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ 'তোমরা সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় কর' *(তাগাবুন ৬৪/১৬)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ 'আমি যখন তোমাদের কোন নির্দেশ দেই, তখন তোমরা তা সাধ্যানুযায়ী প্রতিপালন কর'।[১]

সুতরাং আমলে-আখলাকে, ইবাদত-বন্দেগীতে, চাল-চলনে সর্বক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি পরিহার করে সাধ্যমত মধ্যপন্থা অবলম্বনের চেষ্টা করতে হবে। সাধ্যের বাইরে নফল ইবাদত করতে গিয়ে মানুষ এক সময় ফরয প্রতিপালনে অপারগ হয়ে পড়ে। অনুরূপভাবে সামর্থ্যের অতিরিক্ত দান-ছাদাক্বা করতে গিয়ে মানুষ দেউলিয়া হয়ে যায়। ফলে জীবন ধারণের জন্য অপমানজনক পথ অবলম্বন করতে হয়। যেটা মোটেই কাম্য নয়। মহান আল্লাহ বলেন, لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا 'কাউকে তার সামর্থ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয় না' *(বাক্বারাহ ২/১৩৩)*। তিনি আরো বলেন, لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا 'আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কাজের ভার দেন না' *(বাক্বারাহ ২/২৮৬)*। তাই মানুষকে সাধ্যানুযায়ী কাজ করতে হবে এবং সীমালংঘন ও বাড়াবাড়ির পথ পরিহার করতে হবে। আলোচ্য পুস্তিকায় সে বিষয়ে দিকনির্দেশনা রয়েছে। এজন্য বাংলা ভাষাভাষী জনগণকে দ্বীনের ব্যাপারে সীমালংঘন ও বাড়াবাড়ি থেকে মুক্ত রাখতে এবং তাদেরকে ইসলামী বিধান যথাযথ পালনের দিকনির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে বইটির অনুবাদ করতে মনঃস্থ করি। বইটি পাঠকের উপকারে আসলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে। আর এর উত্তম প্রতিদান আল্লাহ্র কাছে কামনা করছি। আল্লাহ আমাদের প্রচেষ্টা কবুল করুন-আমীন!

-অনুবাদক

১. *বুখারী, 'কিতাবুল ই'তিছাম' হা/৭২৮৮।*

লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবনী

আব্দুল গাফফার হাসান ভারতবর্ষের একজন খ্যাতনামা আহলেহাদীছ বিদ্বান ছিলেন। তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় ইলম শিক্ষা দান ও দ্বীনের প্রচার-প্রসারে ব্যয় করেছেন। ভারতবর্ষে যেসকল আহলেহাদীছ বিদ্বান দাওয়াত-তাবলীগ, গ্রন্থ প্রণয়ন ও গ্রন্থ সংকলনের কাজ করেছেন তন্মধ্যে মুযাফফর নগরের অন্তর্গত ওমরপুরের ওমরী বংশ বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। জনবসতি ও আয়তন উভয় দিক দিয়ে ওমরপুর একটি ছোট্ট পল্লী। এই পল্লীর বুক চিরে বের হয়েছে জগদ্বিখ্যাত ও যুগশ্রেষ্ঠ অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন বহু ব্যক্তিত্ব। আর তাঁরা তাঁদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান দ্বারা পৃথিবীর প্রভূত কল্যাণ সাধন করেছেন। মাওলানা আবদুর রহমান মুঈনুদ্দীন ওমরপুরী, মাওলানা ওবায়দুর রহমান ওমরপুরী, মাওলানা আব্দুল জাব্বার ওমরপুরী এবং মাওলানা আব্দুস সাত্তার ওমরপুরী ছিলেন এ গ্রামের জ্যোতির্ময় নক্ষত্র স্বরূপ। মাওলানা আব্দুল গাফফার হাসানও ছিলেন এ গ্রামের ও উক্ত বংশের মর্যাদাসম্পন্ন এক সূর্য সন্তান ও আলেমে দ্বীন।

জন্ম ও শৈশব : আব্দুল গাফফার হাসান দিল্লীর নিকটবর্তী রুহতাক শহরে ১৯১৩ সালের ২০ জুলাই জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম আব্দুস সাত্তার (মৃত্যু ১৯১৬ খ্রী.) এবং দাদার নাম মাওলানা আব্দুল জাব্বার ওমরপুরী (মৃত্যু ১৩৩৪হি./১৯১৬ খ্রী.)। ১৯১৬ সাল ওমরপুরী বংশের জন্য অত্যন্ত দুঃখ-বেদনা ও বিপদ-মুছীবতের বছর ছিল। এ বছর এ বংশের শীর্ষ ব্যক্তিত্ব মাওলানা আব্দুল জাব্বার ইন্তিকাল করেন এবং এর এক মাস পরে তাঁর ছেলে আব্দুস সাত্তার ও তাঁর স্ত্রী মৃত্যুবরণ করেন। একই বছরে আব্দুল গাফফার দাদা ও পিতা-মাতার স্নেহ-মমতা থেকে বঞ্চিত হন। এ বছর তাঁর ছোট ভাই আব্দুল কাহ্হারও মৃত্যুবরণ করে। পিতৃ-মাতৃহীন আব্দুল গাফফার স্বীয় দাদীর তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হন।

শিক্ষাজীবন : শৈশবকালে তিনি নিজ গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করেন। ১৯২৮ সালে দাদীর মৃত্যুর পরে আব্দুল গাফফার দ্বীনী ইলম শিক্ষার জন্য দিল্লীর কিষানগঞ্জস্থ 'মাদরাসাতুল হুদা'য় ভর্তি হন। এখানে তাঁর দাদা মাওলানা আব্দুল জাব্বার ও পিতা আব্দুস সাত্তার দরস-তাদরীস ও ছাত্রদের মাঝে ইলমী সুধা বিতরণে নিয়োজিত ছিলেন। এ মাদরাসায় প্রাথমিক পুস্তকাদি অধ্যয়নের পরে তিনি কলকাতার 'দারুল হাদীছ মাদরাসা'য় ভর্তি হন। সেখানে শীর্ষস্থানীয় বিদ্বানগণের নিকট থেকে ইলম হাছিলের পর দিল্লীর 'জামি'আ রহমানিয়া'তে ভর্তি হন। এখানে তখন জগদ্বিখ্যাত ও প্রসিদ্ধ বহু ইসলামী চিন্তাবিদ ও ওলামায়ে দ্বীন উঁচু মানের পাঠদানে নিয়োজিত ছিলেন। আব্দুল গাফফার হাসান ঐ প্রখ্যাত শিক্ষকগণের তত্ত্বাবধানে থেকে ইলম হাছিলের মাধ্যমে স্বীয় জ্ঞানের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে নেন। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে দরসে নিযামিয়ার শিক্ষা সমাপ্ত করে সনদ লাভ করেন। দরসে নিযামী শিক্ষা সমাপনের পর তিনি ১৯৩৫ সালে লাক্ষ্ণৌ

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবী সাহিত্যে ফাযিল ডিগ্রী এবং ১৯৪০ সালে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবী সাহিত্যে ফাযিল ডিগ্রী অর্জন করেন।

শিক্ষকবৃন্দ : মাওলানা আব্দুল গাফফার হাসান যাঁদের নিকট থেকে ইলমের অমিয় সুধা পান করে জ্ঞানের বিশাল মহীরুহে পরিণত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হ'লেন- ১. মাওলানা আহমাদুল্লাহ প্রতাপগড়ী, ২. মিশকাতুল মাছাবীহের বিশ্বখ্যাত ভাষ্য 'মির'আতুল মাফাতীহ' রচয়িতা শায়খুল হাদীছ মাওলানা ওবায়দুল্লাহ রহমানী মুবারকপুরী, ৩. মাওলানা নাযীর আহমাদ আ'যামী, ৪. মাওলানা মুহাম্মাদ সুরতী, ৫. তিরমিযীর ভাষ্য 'তুহফাতুল আহওয়াযী' প্রণেতা মাওলানা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী, ৬. মাওলানা ফযলুর রহমান গাযীপুরী. ৭. মাওলানা ওমর ইসলাম আফগানী, ৮. মাওলানা খায়র মুহাম্মাদ জলন্ধরী হানাফী, ৯. মাওলানা সিকান্দার আলী হাযারুবী হানাফী, ১০. মাওলানা শরীফুল্লাহ খাঁ সুরতী প্রমুখ *(তাযকিরায়ে ওলামায়ে আহলেহাদীছ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪২২; তাযকিরাতুল জালা ফী তারাজিমিল ওলামা আল-ইরাকী, পৃ. ৮০)*।

কর্মজীবন : দরসে নিযামী শিক্ষা সমাপনের পরে তিনি মূলতঃ দরস-তাদরীস তথা পাঠদান ও শিক্ষা প্রদানের কাজে ব্যাপৃত হয়ে পড়েন। কিছু দিন তিনি দিল্লীর 'দারুল হাদীছ রহমানিয়া'তে পাঠদান করেন। এরপর ১৯৩৬ সাল থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত 'মাদরাসা রহমানিয়া বেনারসে' তাফসীর, হাদীছ, আরবী সাহিত্যসহ অন্যান্য ইসলামী বিষয়ে শিক্ষাদান করেন। তারপর ১৯৪২ সালের আগষ্ট থেকে ১৯৪৮ সালের মে মাস পর্যন্ত পশ্চিম পাঞ্জাবের মালির কোটলায় নিজ প্রতিষ্ঠিত 'মাদরাসা কাওছারুল উলূমে' দরস-তাদরীসের খেদমত আঞ্জাম অব্যাহত রাখেন। ১৯৪৮ সালের মে মাসে তিনি পাকিস্তান চলে যান। ঐ বছরের জুন মাস থেকে ১৯৬৪ সালের অক্টোবর পর্যন্ত লাহোর, সিয়ালকোট, রাওয়ালপিন্ডি, ফায়ছালাবাদ, সাহওয়াল ও করাচীতে শিক্ষা-প্রশিক্ষণ, দাওয়াত-তাবলীগ, ফৎওয়া প্রদান প্রভৃতি কাজ অব্যাহত রাখেন। এরপর ১৯৬৪ সালের অক্টোবর মাসে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের জন্য তাঁকে আহ্বান জানানো হয়। সেখানে তিনি ১৯৬৪ সাল থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ১৬ বছর হাদীছ, উলূমুল হাদীছ ও ইসলামী আক্বীদা বিষয়ে পাঠদান করেন। ১৯৮১ থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত ফায়ছালাবাদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছহীহ বুখারীর দরস অব্যাহত রাখেন *(মাসিক ছিরাতে মুস্তাকীম, করাচী, জানুয়ারী ১৯৯৫)*।

ছাত্রবৃন্দ : মাওলানা আব্দুল গাফফার হাসান অর্ধ শতাব্দীর অধিক সময় যাবৎ দরস-তাদরীস তথা শিক্ষাদান কার্যক্রম অব্যাহত রাখেন। এ সময়ে সহস্রাধিক শিক্ষার্থী তাঁর নিকট থেকে শিক্ষা লাভে ধন্য হয়। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হ'লেন- ১. করাচীস্থ জামি'আ সাত্তারিয়ার অধ্যক্ষ হাফেয মুহাম্মাদ সালাফী, ২. লাহোরস্থ জামি'আ রহমানিয়ার অধ্যক্ষ মাওলানা হাফেয আব্দুর রহমান মাদানী, ৩. অনলবর্ষী আহলেহাদীছ

বাগ্মী আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর, ৪. শায়খুল হাদীছ হাফেয মাসঊদ আলম, ৫. মাওলানা মুহাম্মাদ বাশীর সিয়ালকোটী, ৬. করাচীস্থ জামিয়া সাত্তারিয়ার শিক্ষক মুফতী মুহাম্মাদ ইদরীস সালাফী, ৭. হাফেয মাওলানা আহমাদুল্লাহ বাড্ডীমালুবী, ৮. মাওলানা আব্দুল গফূর মুলতানী, ৯. হাফেয মাওলানা মুহাম্মাদ ইলয়াস সালাফী ইবনু মুফতী আব্দুল কাহ্হার সালাফী, ১০. করাচীস্থ জামিয়া সাত্তারিয়ার শিক্ষক হাফেয মাওলানা মুহাম্মাদ আনাস মাদানী, ১১. মারকাযুল হারামাইন আল-ইসলামী ও অনলাইন ফৎওয়া, ফায়ছালাবাদের পরিচালক মিয়া সাঈদ ইকবাল তাহের, ১২. ভারতের মাওলানা আব্দুল মাজেদ সালাফী দেহলভী, ১৩. ফায়ছালাবাদ থেকে প্রকাশিত 'ইলম ও আমল' পত্রিকার সম্পাদক মাওলানা হাকীম খালিদ আশরাফ, ১৪. ড. মাওলানা ছুহাইব হাসান, ১৫. মাওলানা সুহাইল হাসান, ১৬. মাওলানা রাগিব হাসান, ১৭. ড. আরিফ শাহযাদ (ফায়ছালাবাদ) প্রমুখ।

সাংগঠনিক জীবন : ১৯৪১ সালের ২৫-২৬ আগষ্ট জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রতিষ্ঠা অধিবেশন লাহোরে অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সময় মাওলানা আব্দুল গাফফার হাসান মালির কোটলা থাকায় জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠা অধিবেশনে যোগদান করতে পারেননি। তবে তিনি মওদূদী ছাহেবকে পত্র লিখলেন যে, 'আমার আসা সমস্যা। কিন্তু আমি আপনার সাথে আছি। আমাকেও ঐ সংগঠনে শামিল করে নিবেন'। এভাবে মাওলানা আব্দুল গাফফার হাসান জামায়াতে ইসলামীতে অন্তর্ভুক্ত হ'লেন। তিনি জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হয়ে গিয়ে মওদূদী ছাহেবের 'ইক্বামতে দ্বীন'-এর জন্য প্রচেষ্টা শুরু করেন। ফলে তিনি জামায়াতে ইসলামীর শীর্ষস্থানীয়দের মধ্যে বিবেচিত হ'তেন। ১৯৪৮ সালের মে মাসে তিনি পাকিস্তান চলে আসেন। ঐ বছর মওদূদী ও মিয়া তুফাইল মুহাম্মাদ কারারুদ্ধ হ'লে মাওলানা আব্দুল গাফফার হাসান নায়েবে আমীর (ভারপ্রাপ্ত আমীর) নিযুক্ত হন। এরপরও দু'বার তিনি ভারপ্রাপ্ত আমীর নিযুক্ত হওয়ার সুযোগ পান। ১৯৫১ সালে জামায়াতে ইসলামী যখন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে তখন তিনি জামায়াতের নতুন পলিসির জোর প্রতিবাদ করেন। আরো ১২ জন শীর্ষ বিদ্বান একই মতের উপর ছিলেন। অবশেষে ১৯৫৭ সালে তিনি জামায়াতে ইসলামীর ১৬ বছরের সঙ্গ পরিত্যাগ করে পৃথক হয়ে যান এবং জামায়াতে শামিল হওয়ার পূর্বে তিনি যে ইসলামী কাজে নিয়োজিত ছিলেন সেদিকে প্রত্যাবর্তন করেন।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা : তিনি জামায়াতে ইসলামী থেকে ফিরে এসে নতুন উদ্যমে, প্রবল আগ্রহ নিয়ে দরস-তাদরীসের কাজ শুরু করেন। এটাই ছিল তাঁর মূল স্থান। তাঁর সাথে জামায়াতে ইসলামীর শীর্ষস্থানীয় আলেমে দ্বীন মাওলানা হাকীম আব্দুর রহীম আশরাফও জামায়াত থেকে বের হয়ে আসেন। তিনি মাওলানা আব্দুল গাফফার হাসানের সাথে একত্র হয়ে ১৯৫৭ সালে ফায়ছালাবাদের জিন্নাহ কলোনী এলাকায় একটি ইসলামী

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। আব্দুল গাফফার হাসান এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম শিক্ষক এবং শিক্ষা প্রশাসক ছিলেন। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্র ছিলেন শু'আইব হাসান ও ড. ছুহাইব হাসান (আব্দুল গাফফার হাসানের দুই ছেলে), শায়খ আব্দুল মাজীদ, শায়খ আব্দুর রহমান, শায়খ মুহাম্মাদ ছিদ্দীক (এ তিন জন মাওলানা আব্দুর রহীম আশরাফের ভাই)।

আহলেহাদীছ আদর্শের উপর অটল থাকা : মাওলানা আব্দুল গাফফার হাসান স্বীয় মাসলাক তথা মতাদর্শের দৃঢ়চিত্ত এবং চিন্তাশীল মুহাদ্দিছ ও প্রচারক ছিলেন। সর্বদা তিনি এ মাসলাককে রক্ষার চেষ্টা করেছেন। সুন্নাতকে তিনি শুধু প্রচারই করেননি; বরং তিনি সুন্নাতের অতীব পাবন্দ ছিলেন। 'ছিরাতে মুস্তাকীম' পত্রিকার সম্পাদক সাইয়্যেদ আমির নাজীবুল্লাহ সাক্ষাৎকার গ্রহণকালে প্রশ্ন করেন যে, জামায়াতে ইসলামীতে থাকাকালে আপনি আহলেহাদীছ মতাদর্শের উপরে অটল ছিলেন কি? এর উত্তরে তিনি বলেন, জামায়াতে থাকাকালে আমি আহলেহাদীছ আদর্শের উপরেই ছিলাম। কোন কোন সময় নাঈম ছিদ্দীকীর সাথে বিতর্ক বেধে যেত। একদা তিনি বলেন, রাফ'উল ইয়াদাইন ছেড়ে দিন, অসুবিধা কি? আমি বললাম, দাড়ি বড় করেন না কেন? দাড়ি কেটে নিজেই সুন্নাত পরিপন্থী কাজ করছেন, আবার আমাকে বলছেন রাফ'উল ইয়াদাইন না করার জন্য?

অনুরূপভাবে নাঈম ছিদ্দীকী শৈথিল্যবাদ (مسلك اعتدال) সম্পর্কে কর্মীদেরকে শিক্ষাদানের প্রস্তাব দিলে আমি তীব্র প্রতিবাদ করলাম। আমি বললাম, এখানে আহলেহাদীছ ও হানাফী লোক আছে। আর শৈথিল্যবাদ কেবল মওদূদীর নিজস্ব দর্শন। আমরা এটা পসন্দ করি না। এজন্য এই মতাদর্শের প্রচার এখানে অসম্ভব। আমি হাদীছ বিরোধী কোন শাখারূপ মাসআলাকেও মানি না। এমনকি আমি জামায়াতে ইসলামীর প্রশিক্ষণস্থলে ঘোষণা দিতাম যে, আমরা শৈথিল্যবাদকে মানি না। অনেক বাক-বিতণ্ডা, অনেক বিরোধিতা ও অনেক কিছু সহ্য করে আমি জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রে থেকেও আহলেহাদীছ আদর্শে অটল ছিলাম *(ছিরাতে মুস্তাকীম, জুন ১৯৯৫)*। উল্লেখ্য, শৈথিল্যবাদ (مسلك اعتدال) মওদূদীর নিজস্ব মতবাদ বা চিন্তারধারা, ই'তেদাল তথা ন্যায়নীতির সাথে যার কোন সম্পর্ক নেই।

শিক্ষা পরিষদ গঠন : ফায়ছালাবাদ অবস্থানকালীন সময়ে ১৯৮৯ সালের দিকে আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরাম ও হাদীছ বিশারদগণের সমন্বয়ে একটি শিক্ষা পরিষদ গঠন করেন। জামি'আ তা'লীমাতে ইসলামিয়া, ইদারায়ে উলূমিল আছরিয়া, কুল্লিয়া দারুল কুরআন ওয়াল হাদীছ (জিন্নাহ কলোনী), জামি'আ সালাফিয়া এবং জামি'আ

তা'লীমুল ইসলাম (মামু কাঞ্জন) প্রভৃতি স্থানে এ পরিষদের অধিবেশন হ'ত। যেখানে সমসাময়িক মাসআলা-মাসায়েল নিয়ে আলোচনা হ'ত।

সরকারী দায়িত্ব পালন : জেনারেল যিয়াউল হক্বের শাসনামলে মাওলানা আব্দুল গাফফার হাসান ইসলামী চিন্তাবিদ হিসাবে কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করেন। ৯ বৎসর তিনি এ পদে অধিষ্ঠিত থেকে দেশ ও জাতির খেদমত করেন। অতঃপর বেনযীর ভুট্টোর শাসনামলে তিনি পদচ্যুত হন। কারণ তিনি নারী নেতৃত্বের ঘোর বিরোধী ছিলেন।

বক্তৃতা : মাওলানা আব্দুল গাফফার হাসান যেমন সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক ছিলেন তেমনি একজন প্রসিদ্ধ বাগ্মী ও খ্যাতিমান ওয়ায়েয ছিলেন। তিনি ধীর-স্থিরভাবে তথ্যবহুল আলোচনা পেশ করতেন। অত্যন্ত জটিল-কঠিন বিষয়ও অতি সহজভাবে উপস্থাপনের মাধ্যমে শ্রোতাদের হৃদয় জয় করে নিতেন।

রচনাবলী : লেখালেখিতেও মাওলানা আব্দুল গাফফার হাসান ছিলেন অমূল্য রত্ন সদৃশ। যদিও শিক্ষাদান ও পাঠদানে ব্যস্ত থাকার কারণে এদিকে অধিক মনোযোগ দিতে পারেননি, তথাপি তাঁর খুরধার কলম থেকে অমূল্য কতিপয় গ্রন্থ ও ছোট ছোট কিছু গুরুত্বপূর্ণ পুস্তিকা বের হয়েছে। যেগুলো অধ্যয়ন করলে তাঁর জ্ঞানের গভীরতা ও প্রাচুর্য, শিক্ষার প্রতি তাঁর আগ্রহ ও ইলমী দক্ষতা সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ হবে। তাঁর লিখিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হচ্ছে- ১. আযমাতে হাদীছ (عظمت حـــديث), ২. ইন্তিখাবে হাদীছ (انتخاب حديث), ৩. মি'য়ারে খাতুন (معيار خاتون), ৪. দ্বীন মেঁ গুলু (دين مين غلـــو) প্রভৃতি। এছাড়া বিভিন্ন বিষয়ে তিনি ২০টি প্রবন্ধ লিখেছেন। আহলেহাদীছ আলেমগণের অবস্থা ও ঘটনা সম্পর্কে তাঁর লিখিত চিত্তাকর্ষক ও হৃদয়গ্রাহী ১টি প্রবন্ধ লাহোরের 'আল-ই'তিছাম' পত্রিকায় ১৯৯৪ সালে কয়েক কিস্তিতে প্রকাশিত হয়। যাতে অনেক বিরল বিষয় সংযুক্ত ছিল। উল্লিখিত গ্রন্থাদি ছাড়াও 'হাক্বীক্বাতে দো'আ' (حقيقت دعا) ও 'হাক্বীক্বাতে রামাযান' (حقيقت رمـــضان) প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর কয়েকটি ছোট পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে।

কারাবরণ : মাওলানা আব্দুল গাফফার হাসান উঁচু মর্যাদা সম্পন্ন শীর্ষস্থানীয় একজন আলেমে দ্বীন ছিলেন। তিনি দরস-তাদরীস, গ্রন্থ প্রণয়ন ও সংকলনের মাধ্যমে রাসূলের হাদীছের সীমাহীন খেদমত করেছেন। ১৯৫৩ সালে খতমে নবুওয়াত আন্দোলনে তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। ফলে তাঁকে ১১ মাস কারান্তরীণ রাখা হয়। এর মধ্যে ১ মাস সিয়ালকোটে এবং ১০ মাস মুলতানের কারাগারে অতিবাহিত করেন।

আখলাক বা চরিত্র : মাওলানা আব্দুল গাফফার হাসান হাসি-খুশি মেযাজের, নম্র প্রকৃতির মুত্তাক্বী বা আল্লাহভীরু মানুষ ছিলেন। ইলম ও আমলে, সম্মান ও মর্যাদায় তিনি ছিলেন একজন পরিপূর্ণ মানুষ তথা ইনসানে কামেল। তিনি ইসলামী বিভিন্ন জ্ঞান সম্পর্কে পূর্ণ অবগত ছিলেন এবং এসব বিষয়ে ইখতিলাফ তথা মতভেদ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন। তিনি মধ্যম আকৃতির আনত দেহের, উজ্জ্বল চেহারা, প্রশস্ত কপাল, উদ্ভাসিত আঁখি ও পাতলা স্বল্প শ্মশ্রু বিশিষ্ট এক অনন্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি এক হাতে লাঠি ও অন্য হাতে হালকা ব্যাগ নিয়ে ধীরে ধীরে পা ফেলে পথ চলতেন। তিনি শুভ্র-সাদা পোশাক পরিধান করতেন।

মৃত্যু : ২০০৭ সালের ২২ মার্চ বৃহস্পতিবার বেলা ১১-টায় ৯৪ বছর বয়সে মাওলানা আব্দুল গাফফার হাসান ইন্তিকাল করেন। পর দিন সকাল ১০-টায় তাঁর পুত্র ছুহাইব হাসানের ইমামতিতে তাঁর জানাযা ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। তাঁকে ইসলামাবাদে দাফন করা হয়।

সন্তান-সন্ততি : তাঁর সন্তান-সন্ততির মধ্যে ৭ ছেলে ও ১ মেয়ে। যারা সবাই দ্বীনী ও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত এবং যথাসাধ্য দ্বীনের প্রচার-প্রসারে রত আছেন। তাঁর ছেলেদের নাম হচ্ছে- ১. শু'আইব হাসান, সঊদী এয়ারলাইন্সের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। ২. ড. ছুহাইব হাসান, বৃটেনে দাওয়াত-তাবলীগে নিয়োজিত। ৩. ড. সুহাইল হাসান, ইসলামাবাদে কর্মরত। ৪. আহমাদ হাসান, ইসলামাদে আরবীয় অফিসে কর্মরত। ৫. ড. রাগিব হাসান, রাবিতা আলাম আল-ইসলামীর ইসলামাবাদ অফিসে কর্মরত। ৬. ড. খুবাইব হাসান, আশ-শিফা ইন্টারন্যাশনাল-এর ডাইরেক্টর। ৭. হামিদ হাসান, ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটির প্রফেসর *(পাক্ষিক তরজুমান, ২৭তম বর্ষ, ১১তম সংখ্যা, জুন ২০০৭)*।

পরিশেষে আমরা মহান আল্লাহ্র কাছে কায়মনোবাক্যে দো'আ করি আল্লাহ যেন মাওলানা আব্দুল গাফফার হাসানকে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করেন-আমীন!